ভোরের কাগজ

JUN. 18 2002

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের বিনিময়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড স্থবির, ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ

আবু নোমান সজীব, রাবি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনটি একটি প্রেক্ষাগৃহে পরিণত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার অনুমতি না মিললেও বর্তমানে এখানে প্রতিনিয়ত চলছে অর্থের বিনিময়ে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী যার অধিকাংশই থাকে অশ্লীল দৃশ্যে ভরা। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে। বিষয়টি নিয়ে ক্যাম্পাসসহ শহরে সমালোচনার ঝড় উঠলেও প্রশাসন একের পর এক বিভিন্ন সংগঠনকে অনুমতি দিয়ে চলেছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে গত তিন মাসে প্রায় অর্ধশত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এসব ছায়াছবির অধিকাংশ দৃশ্যই বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থী। গত ৯ ও ১০ মে তারিখেও এখানে ২দিন ধরে চলে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। যদিও একই দিনে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থার উদ্যোগে লোক সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজনের অনুমতি মেলেনি বহু আগে আবেদন করেও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ মিলনায়তনটিতে আসনসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। ফলে এখানে এক দিনে তিন শোতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার দর্শক এক সঙ্গে ছবি দেখতে পারে। এই সুযোগটি নিয়ে একটি চক্র বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে এখানে ছবি প্রদর্শন করে মোটা অংকের টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। অভিজ্ঞমহলের মতে, এই মিলনায়তনটি বর্তমানে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে পরিণত হয়েছে। কেননা এতো অধিকসংখ্যক দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেক্ষাগৃহ এ অঞ্চলের কোথাও নেই। এই মিলনায়তেন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কারণে রাজশাহীর সিনেমা হলগুলোতে দর্শক কমে গেছে বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। তারা এ রকম প্রদর্শনী বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ফলে ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনেকটা জিমিয়ে পড়েছে। আবার অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও রহস্যজনক কারণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেয় না। এসব কারণে রাবি ক্যাম্পাসসহ রাজশাহীর সুধী সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।